

রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ বিশ্বের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মান বজায় রেখে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বাসস।

তিনি গতকাল বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আরইউ) দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণকালে বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। অতএব, বিশ্বমান বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করতে হবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর আব্দুল হামিদ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শিক্ষাকে কেবল বাণিজ্যিক পণ্যের হাতিয়ার এবং সার্টিফিকেট অর্জনের বিষয় হিসেবে ব্যবহার না করার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে দেশের ও দেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান।

আব্দুল হামিদ নতুন গ্রাজুয়েটদের স্বাগত জানান এবং তাদেরকে এ পর্যন্ত এগিয়ে নেয়ার জন্য তাদের প্রতি সম্মানিত পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ, দেশ ও দেশের মানুষের বিশাল অবদানের কথা স্মরণ করার পরামর্শ দেন। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ মেধা, সম্ভাবনা ও জ্ঞান জাতির প্রত্যাশা পূরণে কাজে লাগাবে বলেও রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম, নৈতিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে গ্রাজুয়েটদের প্রতি পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি অন্যায় এবং অসত্যের কাছে মাথানুত না করতে এবং দেশ ও দেশের জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কতব্য সম্পর্কে ভুলে না যেতে শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ দেন।

রাষ্ট্রপতি হামিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এবং ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষকসহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত চিন্তার বিকাশের স্থান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, পাঠ্যসুচিভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি মুক্তচিন্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা, জাতিগঠনমূলক ভাবনা, সাংস্কৃতিক চর্চা শিক্ষার্থীদের কেবল দক্ষ করে না, তাদের বুদ্ধিভিত্তিক চেতনাকে শানিত করে। তিনি বলেন, জাতির অমিত শক্তি যুব সমাজ। যুব সমাজের শক্তি ও সম্ভাবনাকে দেশ গঠনের কাজে লাগাতে তাদেরকে অবশ্যই অপসংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হতে হবে।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলবাদ ও উগ্রবাদকে উসকে দিয়ে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা চালায়।

তিনি মুক্তিযুদ্ধকে জাতির গৌরবময় অধ্যায় এবং স্বাধীনতাকে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে উল্লেখ করে এই মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার

হাতহাস যাতে কেউ বিকৃত করতে না পারে এবং মুক্তযুদ্ধের চেতনায় নিজেদের সমৃদ্ধ করতে গ্রাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, অধ্যাপক এডিমরিটাস ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান, রাজশাহী সিটি করপোরেশন মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক এবং ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান